কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

গবেষণা সিরিজ-১২

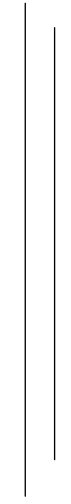

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-২২২২২১১৫০/০২-৪৮৩১৬৭৪৯
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin- 01944411560, 01755309907
QRF Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
QRF ICT- 01944411559
QRF Sales- 01944411551, 01977301511
QRF Cultural- 0197301504

ISBN Number : 978-984-35-1130-0

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২১

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৮০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	মূল বিষয়	১০
৪	মানব-জাতির জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব ও মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণী	১১
৫	জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার সারসংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	১৯
৬	কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতি	২১
৭	জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ এবং সেগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক পার্থক্যের সারসংক্ষেপ	২৩
৮	বাস্তব উদাহরণের ভিত্তিতে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)	২৪
৯	কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)	৩১
১০	সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)	৪২
১১	নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের (নীতিমালা) বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৬৮
১২	প্রবাহচিত্রটি (নীতিমালা) বিশ্বাস ও অনুসরণ করার গুরুত্ব	৬৯
১৩	প্রবাহচিত্রটি ব্যবহার করে ব্যক্তি মানুষ কত সময়ে সঠিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে	৭১
১৪	প্রবাহচিত্রটির প্রয়োগ ক্ষেত্রের ব্যাপকতা	৭৭
১৫	প্রবাহচিত্রটির যে স্তরে পৌঁছালে ইসলামের যে পরিমাণ বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়	৭৭
১৬	কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ	৭৮
১৭	শেষ কথা	৮০

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

জ্ঞান মানুষকে পরিচালিত করে। সঠিক জ্ঞান সঠিক পথে এবং ভুল জ্ঞান ভুল পথে মানুষকে পরিচালিত করে। জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো জ্ঞানের উৎস। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো উৎস বা উৎসগুলো ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা। জ্ঞানের উৎসে ভুল থাকলে সরাসরি ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়। আবার উৎস বা উৎসগুলো ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় ভুল থাকলেও ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়। তাই, জ্ঞানের উৎস এবং সে উৎস ব্যবহার করে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) মানব জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞানের উৎস এবং উৎসসমূহ ব্যবহার করে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রে (নীতিমালায়) অনেক মৌলিক ভুল বিদ্যমান। এ অবস্থা চলতে থাকলে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে উত্তরণ একেবারেই অসম্ভব। আলোচ্য বইটি সম্মানিত পাঠকদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা কী হবে সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেবে ইনশাআল্লাহ। তাই, পুস্তিকাটি মুসলিম জাতিকে বিশ্ব দরবারে তাদের হারানো স্থান ফিরে পেতে ভীষণভাবে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

মূল বিষয়

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, সঠিক জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে এবং ভুল জ্ঞান মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। সুতরাং জ্ঞানের উৎসে ভুল হলে সরাসরি ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়। আবার উৎস বা উৎসগুলো ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রে (নীতিমালায়) ভুল থাকলেও অবশ্যই ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। তাই, জ্ঞানের উৎস ও প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) মানব জীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়।

জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও প্রবাহচিত্রের সাথে প্রকৃত উৎস ও প্রবাহচিত্রের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তাই, ইসলাম শেখা বা শেখানোর প্রচলিত উৎস ও প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) বিভিন্নভাবে মুসলিম জাতির মহাক্ষতি করে যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে তা হলো–

১. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃত উৎসসমূহ ব্যবহারের যে অসাধারণ প্রবাহচিত্র (Flow chart) আল্লাহ দিয়েছেন তা মুসলিম জাতি আলোতে আনতে পারেনি।

২. সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত হওয়া Common sense/ আকল ব্যবহার করে কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ জীবন-ব্যবস্থা এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে মুসলিম উম্মাহ ব্যর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে।

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/ আকল। বর্তমান পুস্তিকাটিতে আলোচনা করা হবে– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) নিয়ে। বইটি মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার অপরিসীম উপকারে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

মানব-জাতির জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব ও মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণী

আমরা এখন মানব-জাতির জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কুরআন ও মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি তথ্য হতে জানার চেষ্টা করবো।

আল কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

মানব-জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসম্বলিত মঞ্চায়িত চমৎকার এক জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। আসমানি গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে জীবন্তিকাটি নির্ভুলভাবে উপস্থিত আছে।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

রচয়িতা : বিশ্বসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।

রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে।

মঞ্চায়ন স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা অবদান/ভূমিকা রেখেছেন–

১. আল্লাহ তা'য়ালা- মূল চরিত্র
২. মানব-জাতির পিতা- প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.)
৩. মানব-জাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
৪. সকল মানব রুহ
৫. আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারীগণ- ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানব-জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস/শয়তান।

জীবন্তিকাটিতে উপস্থিত থাকা মানবতার শত্রু ইবলিসের ষড়যন্ত্রের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ–

ভবিষ্যদ্বাণী-১

ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ .

অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো– আপনি যেহেতু (মানব-জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো। (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬)

সংলাপটির শিক্ষা

মহান আল্লাহ মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালিত করে পরকালের অনন্ত শান্তি ভোগ করার জন্য যে স্থায়ী পথ দিতে যাচ্ছেন সে পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য ইবলিস সর্বোক্ষণ চেষ্টা করবে।

জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়, জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। কারণ, এটি করতে পারলে–

১. যে ব্যক্তিই ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করবে সে ভুল জ্ঞানার্জন করবে।
২. যে যত বেশি জ্ঞানার্জন করবে তথা উচ্চতর পড়াশোনা করবে সে তত বেশি ভুল জ্ঞানার্জন করবে।

এর ফল স্বরূপ মানুষের আমলে মৌলিক ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল মানুষের উভয় জীবনের ব্যর্থতা ও অশান্তি। তাই, ইবলিস সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করবে মানব-জাতির জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য।

ভবিষ্যদ্বাণী-২

ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ .

অনুবাদ : অতঃপর **আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে।** আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকরকারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

সংলাপটির বোল্ড করা অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস মানব জাতীকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে। মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে দেখা যায়– ইবলিসের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের কারণে মানব-জাতি আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের সঠিক নামটিও হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের নাম হলো স্থায়ী পথ। আর ইবলিস শিখিয়েছে সরল পথ।

স্থায়ী পথ এবং সরল পথের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। স্থায়ী পথ হলো সে পথ যার মূলনীতি প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত। কিন্তু সরল পথের মূলনীতি সময়ের ব্যবধানে পাল্টাতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– ১৯৭০-৭৫ সনে আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন শল্যবিদ্যার (Surgery) একটি মূলনীতি ছিল Big surgeon big incision- যে যত বড়ো সার্জন হবে সে অপারেশনের সময় তত বড়ো করে কাটবে। ১৯৮০ দশকে সে মূলনীতি পাল্টিয়ে হয়ে গেল Big surgeon small incision- যে যত বড়ো সার্জন হবে সে অপারেশনের সময় তত ছোটো করে কাটবে।

যে ইবলিস মানব সভ্যতাকে আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনার পথটির নামটিই পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছে সে ইবলিস ও তার দোসররা মানব সভ্যতার জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালাসহ মৌলিক জ্ঞানকে যে তছনছ করে দিয়েছে তা সহজেই বলা যায়।

ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা'** (গবেষণা সিরিজ-৩৯) নামক বইটিতে।

সুন্নাহর (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) ভবিষ্যদ্বাণী
হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ... ...عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ

مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا . وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ: الْخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন- **এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।** যিয়াদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কাছ থেকে কীভাবে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শেখাবো। তিনি বললেন, হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো, ইহুদী-নাসারাদের কাছেও তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে? জুবাইর (রা.) বললেন, তারপর আমি 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবূ দারদা (রা.) কী বলেছে তা আপনি শুনতে পাননি? আবূ দারদা (রা.) যা বলেছে, সেটি আমি তার কাছে বললাম। তিনি বলেন, আবূ দারদা (রা.) ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

- সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এক সময় ইবলিস ও তার দোসররা ষড়যন্ত্র করে মানব সভ্যতাকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

'এমনকি এ বিষয়ে (ইলম বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : শয়তান ও তার দোসররা জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এমনভাবে পরিবর্তন করে দেবে যে- কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে তা থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাও মুসলিমরা হারিয়ে ফেলবে।

হাদীসটির প্রচলিত ব্যাখ্যা : হাদীসটি এবং এ ধরনের আরও দু'একটি হাদীসের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া একটি কথা হলো– কিয়ামতের পূর্বে কুরআনের সকল অক্ষর আল্লাহ উঠিয়ে নেবেন। অর্থাৎ কুরআন সাদা হয়ে যাবে। আর এটি কিয়ামতের একটি আলামত।

হাদীসটির প্রচলিত ব্যাখ্যা সঠিক নয় বরং প্রথম ব্যাখ্যাটি সঠিক তা পরোক্ষভাবে বুঝা যায় হাদীসটির পরের অংশ এবং সরাসরি বুঝা যায় ২ নং হাদীসটি থেকে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ... ...عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে 'ইলম' উঠিয়ে নেবেন না। বস্তুত ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকেই মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে জ্ঞান না

থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নং ১০০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিকে ১ নম্বর হাদীসটির মূল বক্তব্যের (এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না) ব্যাখ্যামূলক হাদীস বলা যায়।

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক সরাসরি কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে না।

'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী লোক না থাকার কারণে। কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী লোক হলো তারা, যারা আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃত উৎসসমূহ এবং সেগুলো ব্যবহারের প্রকৃত নীতিমালা অনুসরণ করে ইসলাম তথা জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেছে।

'যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : মানব শরীরে জ্ঞান থাকে মাথায়। অর্থাৎ মাথা হলো জ্ঞানের আধার। তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– যখন জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ এবং তা ব্যবহারের প্রকৃত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) ব্যবহার করে শিক্ষিত হওয়া প্রকৃত জ্ঞানী থাকবে না তখন ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষিত হওয়া ব্যক্তিদেরকে মানুষ মাথা তথা জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু আসলে তারা ভুল জ্ঞান ধারণকারী এবং অজ্ঞদের থেকেও ক্ষতিকর ব্যক্তি।

'তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে, জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষিত হওয়া আলিম/জ্ঞানী খেতাবধারী ব্যক্তিদের কাছে কোনো ফতওয়া জানতে চাইলে, সঠিক জ্ঞান না থাকার পরও তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে। অর্থাৎ তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে।

'অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা–

১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে।

মন্তব্য : এ হাদীসটি মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রায় শতভাগ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী। এ হাদীসটি প্রমাণ করে দেয় যে– রসূল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি নিয়ে সকল দ্বীনবিষয়ক কথা বলতেন।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ' سُنَنِهِ ' حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُنْقَضِى وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِى الْفَرِيضَةِ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ (রহ.) থেকে শুনে তার আস-সুনানুল কুবরা গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা কুরআন শিক্ষা করো ও তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা ইলম অর্জন করো আর তা মানুষকে শিক্ষা দাও। আর তোমরা ফারাইয তথা ফরজ শিক্ষা করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কারণ, খুব তাড়াতাড়িই ইলম পৃথিবী থেকে চলে যাবে এবং ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে। এমনকি দুইজন ফরজ বিষয়ে মতবিরোধ করবে আর তাদের মধ্যে ফায়সালা দেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না।

- নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-৬৩০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক প্রকৃত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'তোমরা কুরআন শেখো এবং তা মানুষকে শেখাও' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশে রসূল (স.) সকল মু'মিনকে কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে এবং তা মানুষকে শেখাতে বলেছেন।

'তোমরা ফারায়েজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : 'ফারায়েজ' শব্দটি 'ফরজ' শব্দের বহুবচন। ফরজ শব্দের একটি অর্থ হলো মৌলিক। অন্যদিকে কুরআনে আছে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং একটিমাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)। তাই এ অংশের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হবে– তোমরা কুরআন তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শেখো এবং সেগুলো মানুষকে শেখাও। গুরুত্ব অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর অবস্থান হবে–

১. জ্ঞানের উৎস।
২. জ্ঞানার্জনের মূলনীতি।
৩. অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান।

'খুব তাড়াতাড়িই ইলম পৃথিবী থেকে চলে যাবে এবং ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : রসুলুল্লাহ (স.) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পর শীঘ্রই কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে ইবলিস ও তার দোসররা ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেবে।

'এমনকি ফারায়েজ বিষয়েও মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসররা জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এমনভাবে পাল্টিয়ে দেবে যে, ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী/আলিম সমাজে থাকবে না। তাই–

১. ইসলামের মূল বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলেও তা সমাধান করার মতো কোনো আলিম/জ্ঞানী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না বা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।
২. ইসলামের মৌলিক বিষয়ে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার মতো কোনো আলিম/জ্ঞানী পাওয়া যাবে না।

হাদীসটির প্রচলিত ব্যাখ্যা : সারা মুসলিম বিশ্বে এ হাদীসটি সম্পত্তি বণ্টন (ফারায়েজ!) শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব বর্ণনাকারী হাদীস হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। এমনকি ফারায়েজ তথা সম্পত্তি বণ্টনের জ্ঞান ইসলামী 'জ্ঞানের অর্ধেক' কথাটিও ব্যাপকভাবে চালু। হাদীসটির এ ব্যাখ্যা কীভাবে সম্ভব হলো তা আমি কোনোমতেই বুঝতে পারি না। ইবলিস ও তার দোসররা, মুসলিম জাতির জ্ঞানে কী ধরন ও পরিমাণের মৌলিক ভুল ঢুকিয়েছে, Common sense/আকলসম্পন্ন কোনো মানুষের এখান থেকে তা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন হওয়ার কথা নয়।

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার সারসংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

চলুন এখন জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার সারসংক্ষেপ এবং সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা জেনে নেওয়া যাক–

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের সারসংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত উৎস। তবে এ দুটির আলোচ্য বিষয় ও গুরুত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। এ বিষয়ে আলোচনা পরে আসছে।

কিয়াসের প্রকৃত সংজ্ঞা : কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense/আকলের ভিত্তিতে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/ফকীহ/মনীষী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে কিয়াস বলে।

ইজমার প্রকৃত সংজ্ঞা : কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে।

ফিকাহগ্রন্থের প্রকৃত সংজ্ঞা : মনীষীগণের কিয়াস ও ইজমা তথা গবষণার ফলাফল ধারণকারী গ্রন্থ হলো ফিকাহগ্রন্থ (Islamic Jurisprudence)।

তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। কারণ, গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হবে রেফারেন্স বা সূত্র।

বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-৩৮) নামক বইটিতে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার সারসংক্ষেপ

১. নতুন সমস্যা ছাড়া ইসলামের সকল বিষয়ের জ্ঞানার্জন করতে হবে প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। সরাসরি কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে নয়।

২. সকল মূল বিষয়ে কিয়াস ও ইজমা বলতে বুঝাবে প্রাথমিক যুগের (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগ) মনীষীদের কিয়াস ও ইজমা।

৩. প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে উল্লেখ থাকা বিষয়ে নতুন করে চিন্তা-গবেষণা করতে যাওয়া সময় ও শক্তির অপচয় তথা নিষেধ।

বিশেষজ্ঞ তো দূরের কথা, যে কোনো Common sense/আকল সম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই বলতে পারবেন– এ নীতিমালা ইসলামের বা ইসলামের প্রকৃত মনীষীদের প্রণয়ন করা নীতিমালা হতে পারে না।

এ বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-৩৮) নামক বইটিতে।

কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতি

এবার চলুন কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতি জানা যাক। এ মূলনীতি সারা মুসলিম বিশ্বে শেখানো হয়।

গ্রন্থ-১ : কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল, আল মিলাল ওয়ান নিহাল ও আবু হুরায়রা কর্তৃক রচিত উসূলুল ফিকহ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা ছাড়া অন্য পথ নেই–

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান।
২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান।
৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহ জানা।
৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ জানা।
৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দিয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা।
৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া।
৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশেষভাবে ভূষিত হওয়া।
৮. প্রখর স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।
৯. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের নীতিমালা সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৬৩, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

গ্রন্থ-২ : মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন

এ গ্রন্থে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো –

১. সহীহ আকীদা সম্পন্ন হওয়া।
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া।
৩. ইলমুত তাওহীদ জানা।
৪. ইলমুল আকায়েদ জানা।
৫. কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআন দিয়ে করা।
৬. এরপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসে খোঁজ করা, কারণ তা কুরআনের সরাসরি ব্যাখ্যা।
৭. এরপর সুন্নায় ব্যাখ্যা না পেলে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা খোঁজা।
৮. কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা না পেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দেখা।
৯. আরবী ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত হওয়া।
১০. ইসলামী আইনতত্ত্ব (ফিকহ) জানা।
১১. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা।
১২. নাসিখ-মানসুখ জানা।
১৩. মুহকাম মুতাশাবেহাহ জানা।
১৪. ইলমুল ক্বিরাত জানা।
১৫. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান জানা।
১৬. একটি অর্থকে আরেকটির ওপর প্রাধান্য দান ও একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বের করার মতো সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

(মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা-৩২১)

পর্যালোচনা : নবী-রসুল ছাড়া অন্য কোনো মানুষের উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের জ্ঞান ব্যবহার করে কুরআনের তাফসীর করার মতো কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাছাড়া মূলনীতিগুলোর কয়েকটি কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বিপরীত (পরে আসছে)। আবার কুরআন ও সুন্নায় সরাসরি উল্লিখিত কয়েকটি এই মূলনীতিগুলোর মধ্যে নেই।

জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ এবং সেগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক পার্থক্যের সারসংক্ষেপ

জ্ঞানের প্রকৃত তথা আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

১. কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. Common sense/আকল।

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **Common sense/আকল :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসূল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- Common sense/আকল : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

বিজ্ঞান : মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense/আকলের বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense/আকলের এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন।

তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense/আকলের বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞানের সহজ সংজ্ঞা হলো Common sense/আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকছে– **'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৪২) বইটিতে।

বাস্তব উদাহরণের ভিত্তিতে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান হলো Common sense/আকল। আর আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান হলো কুরআন ও সুন্নাহ। চলুন প্রথমে, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের কয়েকটি উদাহরণ এবং তার ভিত্তিতে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) কী হবে তা জেনে নেওয়া যাক।

উদাহরণ-১ : চিকিৎসা বিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসা বিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিকভাবে একটি রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা আরম্ভ করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রামাণিক বা নির্ভুল তথ্য/জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসা বিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানধারী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে

অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা আরম্ভ করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর।

এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।

২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।

৩. সামগ্রিকভাবে মানব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই, চিকিৎসা বিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

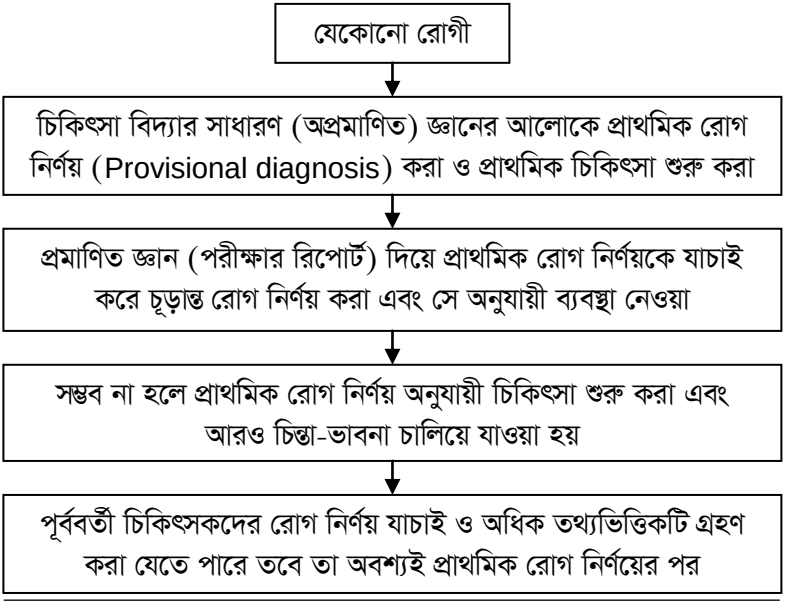

উদাহরণ-২ : রাষ্ট্রের দুষ্ট লোক ধরা ও ব্যবস্থা নেওয়ার (আটকানোর) প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

সকল দেশের পুলিশ, তাকে শেখানো সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞানের আলোকে দুষ্টলোককে আটকানোর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা (হাজতে রাখা) নেয়। এরপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে কোর্টে হাজির করে। বিচারক তথ্য-প্রমাণ তথা প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে ব্যক্তিটিকে যাচাই করে। সে যাচাইয়ে যদি ব্যক্তিটি দোষী প্রমাণিত হয় তবে তাকে চূড়ান্তভাবে আটকায় (জেল দেয়)। আর যদি ব্যক্তিটি নির্দোষ প্রমাণিত হয় তবে তাকে ছেড়ে দেয়।

এখানেও দেখা যায়– পুলিশ একাডেমিতে শেখানো যথাযথ সাধারণ জ্ঞানধারী পুলিশের প্রাথমিকভাবে আটকানো ব্যক্তিদের অধিকাংশই কোর্টে চূড়ান্তভাবে দোষী প্রমাণিত হয়।

তাহলে সকল দেশের দুষ্ট লোক আটকানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

পুলিশ তার শেখা সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞানের আলোকে দুষ্টলোককে প্রাথমিকভাবে ধরে এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা নেয় (হাজত খানায় রাখে)

↓

বিচারক, প্রমাণিত জ্ঞান (সাক্ষী বা অন্য প্রমাণ)-এর ভিত্তিতে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয় (জেল দেয় বা মুক্তি দেয়)

♣♣ আল্লাহ তা'য়ালাও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষকে সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান দিয়েছেন। সাধারণ জ্ঞান হলো Common sense/আকল। আর প্রমাণিত জ্ঞান হলো কুরআন ও সুন্নাহ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে– কিয়াস হলো কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নায় নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে Common sense/আকল ব্যবহার করে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/ফকীহ/মনীষী ব্যক্তির গবেষণার ফল (সিদ্ধান্ত)। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে তাকে ইজমা বলে। তাই, কিয়াস ও ইজমা হলো– চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে পূর্বের ব্যক্তি চিকিৎসক ও সামষ্টিক চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয়মূলক কাজের ফলের (Diagnosis) সমতুল্য একটি বিষয়।

তাই, এ দুটি উদাহরণের ভিত্তিতে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান Common sense/আকল এবং প্রমাণিত জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হবে নিম্নরূপ-

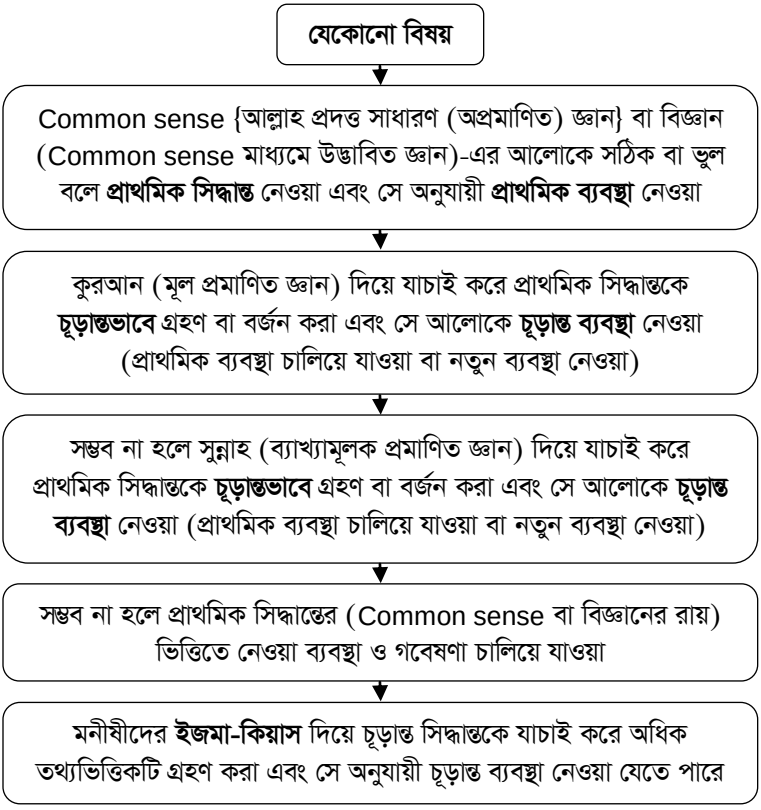

কুরআনে আছে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয়। তাই, কুরআন যথাযথভাবে যাচাই করলে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

উদাহরণ-৩ : মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন।

তাই– মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

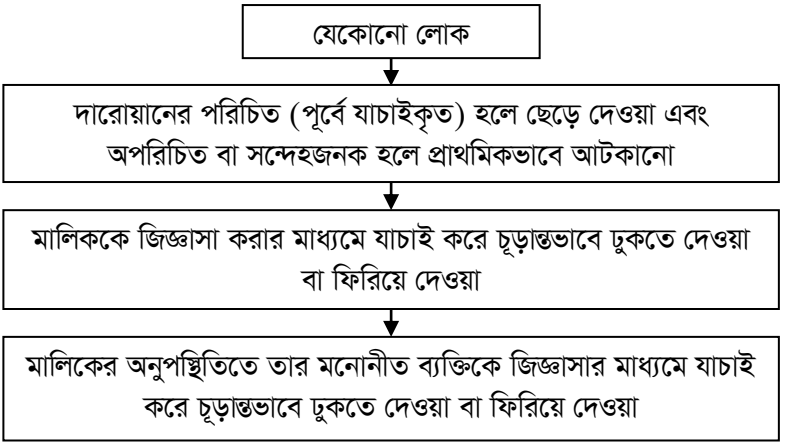

ইসলামের ঘরের–

১. মালিক হলেন– আল্লাহ তা'য়ালা তথা আল কুরআন।
২. মালিকের মনোনীত ব্যাখ্যাকারী হলেন– রসূল (স.) তথা সুন্নাহ।
৩. মালিকের নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান হলো– Common sense/ আকল।

তাই ইসলামের ঘরে ভুল তথ্য (চোর) ঢোকা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত পদ্ধতি হবে–

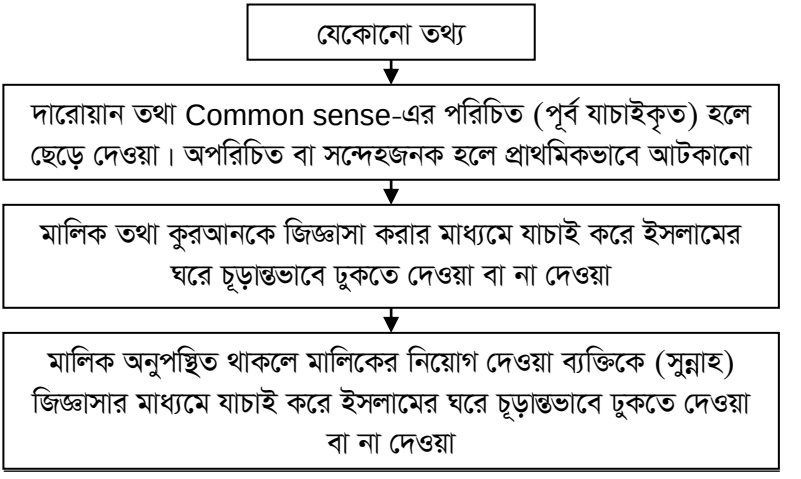

এ ৩টি উদাহরণের লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

তাই, উদাহরণ ৩টির ভিত্তিতে– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/ আকল মিলে ইসলামের ঘরে ভুল তথ্য (চোর) ঢোকা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হবে–

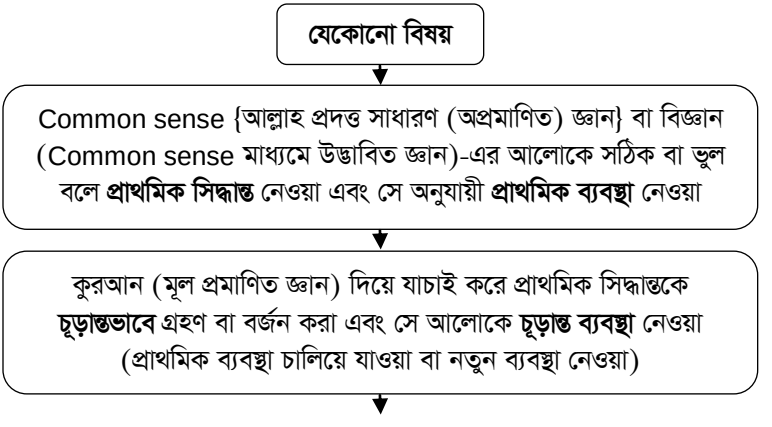

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

▼

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

▼

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

এখন আমরা পর্যালোচনা করবো আল কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্রের বিষয়ে কী তথ্য এবং তার ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

তথ্য-১

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ... ...

অনুবাদ : তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন পড়ে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন শুনে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। ... ... (সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায় ভ্রমণ করলে এমন Common sense/আকলের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝা যায়। এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

... ... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense/আকল) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

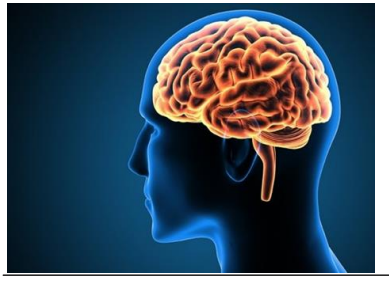

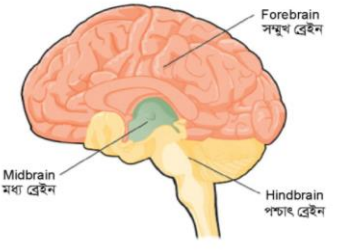

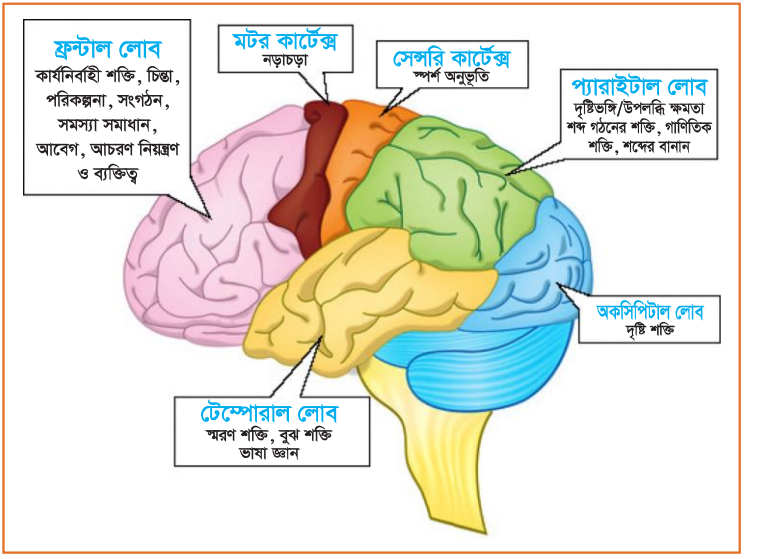

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অবস্থিত Common sense/আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see. অর্থাৎ মন যেটা জানে না চোখ সেটা দেখে না।

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ–

উদাহরণ-১

রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না। এ চিরসত্য কথাটি সকল চিকিৎসক জানে।

উদাহরণ-২

ছোটো বাচ্চাদের আপেল দেখানোর পর নাম বলার আগ পর্যন্ত আপেলের নাম বলতে না পারা। কারণ, তাকে দেখানো ফলটির নাম তার ব্রেইনে আগে থেকে নেই।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– আল কুরআনের আয়াতের বিষয়ে মানুষের Common sense/আকলে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে না।

তাই এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে প্রথমে Common sense/আকলের তথ্যের আলোকে প্রাথমিক ধারণা নিতে হবে যদি বিষয়টি সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক হয়। আর বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি বিষয়টি বিজ্ঞান বিষয়ক হয়। অতঃপর ঐ প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত জ্ঞান (কুরআন ও সুন্নাহ) দিয়ে যাচাই করে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
আর বিষয়টির প্রবাহচিত্র হবে নিম্নরূপ–

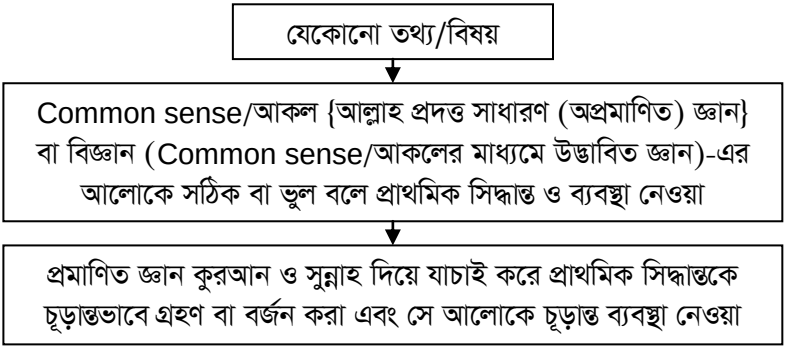

তথ্য-২

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ . وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ .

অনুবাদ : যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে (মুখে মুখে) তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। অথচ যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু আপনার জন্য, এটা এক গুরুতর অপবাদ। (সুরা আন নূর/২৪ : ১৫, ১৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা : আয়াতটি যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল সেটি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। পরে আমরা সেটি উল্লেখ করবো।

'যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে (মুখে মুখে) তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল

না' অংশের ব্যাখ্যা– এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটি কথা শোনার পর প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে যাচাই করে সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করা তথা ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ নয়।

'তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। অথচ যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু আপনার জন্য, এটা এক গুরুতর অপবাদ' অংশের ব্যাখ্যা– একটি কথা শোনার সাথে সাথে সকলের জন্যে তার সত্যতার বিষয়ে ধারণা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো প্রত্যেকের কাছে সবসময় উপস্থিত থাকা আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল।

প্রচারণাটি Common sense/আকল বিরোধী হওয়ার কারণ হলো–

১. প্রধান সেনাপতির স্ত্রীর সাথে একজন সাধারণ সৈনিক অনৈতিক কাজ করে (নাউজুবিল্লাহ) দিনের বেলায় উভয়ে একসাথে কাফেলায় ফিরে আসবে, এটি চরম Common sense/আকল বিরোধী কথা।
২. রসূল (স.)-এর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনিন) এবং একজন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী সুযোগ পেয়ে একটি চরম অনৈতিক কাজ করেছেন এটাও প্রকৃত মুসলিমদের মেনে নেওয়া Common sense/আকলের বিরোধী।

অন্যদিকে একটি ঘটনার আলোকে কারও প্রতি দোষারোপ করা দুইভাবে সম্ভব হতে পারে–

১. ইচ্ছাকৃতভাবে।
২. বুঝতে ভুল হওয়ার কারণে।

মহান আল্লাহ দোষারোপ করার উভয় প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত। কিন্তু মানুষের মাধ্যমে এ উভয় প্রকার ত্রুটি হওয়া সম্ভব।

তাই এ আয়াত থেকে শিক্ষা হলো–

১. মানুষের মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচার হওয়া সম্ভব। এ জন্য মানুষের কাছ থেকে একটি কথা শোনার সাথে সাথে নিজ Common sense/আকলের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হবে।
২. প্রমাণিত জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। রটনাটির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা ছিল প্রচার বন্ধ রাখা।

আর এ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবাহচিত্র হবে–

যেকোনো তথ্য/বিষয়

↓

Common sense/আকল {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense/আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নেওয়া

↓

প্রমাণিত জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া

তথ্য-৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ... ...

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হলে তা ফিরিয়ে দাও (যাচাই করে নাও) আল্লাহ (কুরআন) ও রসূলের (সুন্নাহ) দিকে (আলোকে)। ... ... (সুরা নিসা/৪ : ৫৯)

ব্যাখ্যা : ইসলামে উলিল আমর তথা দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলতে দুই ধরনের ব্যক্তিকে বুঝায়–

১. ইসলামী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ।
যেমন– প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী বা সরকারি কর্মচারী।

২. ইসলামী সমাজ যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গ।
যেমন– ইমামগণ, ইসলামী মনীষীবৃন্দ, আলেম সমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিতে প্রথমে সকল মু'মিনকে আল্লাহ, রসূল এবং উলিল আমরকে অনুসরণ করতে বলেছেন। অর্থাৎ এ সকল মাধ্যম হতে আসা বক্তব্য বা তথ্য সত্য বলে মেনে নিতে ও পালন করতে বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা মতপার্থক্য হলে কীভাবে তা সমাধান করতে হবে সেটি জানিয়ে দিয়েছেন। এ অংশটুকুর ব্যাখা বুঝতে হলে মতপার্থক্য কাদের সাথে কী উৎসের মাধ্যমে করার কথা বলা হয়েছে সেটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

বিষয়টি যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায় তা হলো–

১. আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল (স.) তথা কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে মতপার্থক্য করার প্রশ্নই আসে না। মতপার্থক্য হতে পারে উলিল আমর তথা ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত, বক্তব্য বা লেখার সাথে। অর্থাৎ দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত, বক্তব্য বা লেখার সাথে (প্রাথমিক) মতপার্থক্য করা ইসলাম সিদ্ধ।

২. একজন মু'মিনের কুরআন-সুন্নাহর সকল তথ্য সব সময় জানা থাকে না। তাই, দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের বক্তব্যের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের মাধ্যমে মতপার্থক্য করা সকল মু'মিনের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু Common sense/আকলের (জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সাধারণ জ্ঞান) সকল মু'মিনের কাছে সকল সময় উপস্থিত থাকে। তাই কারও বক্তব্য শোনার সাথে সাথে শুধু এ উৎসটির ভিত্তিতে মতপার্থক্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব। এখান থেকে বলা যায়– মতপার্থক্য প্রাথমিকভাবে করতে হবে Common sense/ আকলের ভিত্তিতে।

৩. মতপার্থক্য সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। মতপার্থক্য কুরআন বা সুন্নাহর মাধ্যমে হলে তা নিরসনের জন্য আবার কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে বলা যুক্তিসংগত হয় না। কিন্তু মতপার্থক্য Common sense/আকলের মাধ্যমে হলে তা সমাধান করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে বলা যুক্তিসংগত। কারণ, Common sense/আকল হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

তাই, আয়াতটির উল্লিখিত অংশটুকুর সঠিক ব্যাখ্যা হবে– ইসলামী ব্যক্তিদের (উলিল আমর) সিদ্ধান্ত, বক্তব্য, লেখা অথবা কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সাথে মু'মিনদের মতপার্থক্য করার অনুমতি আছে। সে মতপার্থক্য প্রাথমিকভাবে করতে হবে Common sense/আকলের ভিত্তিতে। অর্থাৎ মু'মিনদের Common sense/আকল যদি সায় না দেয় তবে দ্বিমত পোষণ করতে হবে। কারণ, এটি না করলে ইসলামী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তে ভুল থাকলে সেটি সঠিক বলে সমাজে চালু হয়ে যাবে। তবে এ মতপার্থক্য চালু রেখে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া চলবে না। এর সমাধান অবশ্যই করতে হবে।

তাই, আয়াতটিতে কৃত মতপার্থক্যকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দিয়ে তথা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যাচাই করে সমাধান করতে বলা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রথমে কুরআন ও পরে সুন্নাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. প্রথমে মূল প্রমাণিত জ্ঞান কুরআনের মাধ্যমে যাচাই করে ঐ মতপার্থক্যের সমাধান করতে হবে।

২. সম্ভব না হলে (কুরআনে বিষয়টি উপস্থিত না থাকলে) সুন্নাহ তথা ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে ঐ মতপার্থক্যের সমাধান করতে হবে।

♣♣ তাহলে আয়াতটি হতে কোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যাপারে যে প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) জানা যায় তার প্রবাহচিত্র হলো–

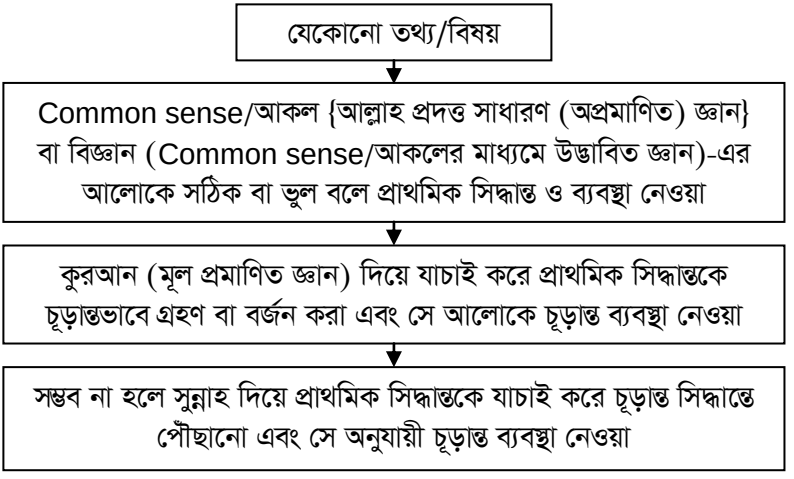

তথ্য-৪

... ... كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ . قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ . وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

অনুবাদ : ... ... যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে– হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। আমরা তাদেরকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম– আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। নিশ্চয় তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো। তারা আরও বলবে, যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense/আকলকে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম, তাহলে আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। (সুরা মুলক/৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : এখানে জাহান্নামে যাওয়া ব্যক্তি এবং জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশতাদের মধ্যে হওয়া কথোপকথনের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলুন কথোপকথনটি পর্যালোচনা করে বিষয়টি জানা যাক–

জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশতাদের প্রশ্ন : 'তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি?'

জাহান্নামীদের উত্তর ও তার পর্যালোচনা : 'অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল; আমরা তাদেরকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা মনে করেছিলাম এবং বলেছিলাম– আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। নিশ্চয় তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো'।

জাহান্নামীদের এ উত্তর থেকে সহজে বুঝা যায়– তাদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত পৌঁছেছিল কিন্তু তারা সেটি কথা ও কাজের মাধ্যমে অস্বীকার করেছিল। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিরা কাফির ছিল।

জাহান্নামীদের আক্ষেপমূলক কথা : 'যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense/আকলকে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম, তাহলে আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না'।

জাহান্নামীদের এ কথাটির পর্যালোচনা : জাহান্নামীদের আক্ষেপমূলক কথায় বলা বলা হয়েছে– তারা যদি সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** Common sense/আকলকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো তাহলে আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

এখান থেকে দুটি বিষয় জানা যায় তথা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন–

১. কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য জানলে ও সে অনুযায়ী আমল করলে জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হবে না।
২. Common sense/আকলের রায় অনুযায়ী আমল করলেও জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হবে না।

তবে কুরআনের অন্য আয়াত থেকে জানা যায় এটি শুধু অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষ যারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কোনোভাবে জানতে পারেনি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?'** (গবেষণা সিরিজ-২৩) নামক বইটিতে।

কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কোনোভাবে জানতে না পারা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব না হওয়া সমপর্যায়ের কথা। তাই, আয়াতগুলোর আলোকে বলা যায়– কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব না হলে সে বিষয়ে Common sense/ আকলের রায়কে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা ইসলাম সম্মত হবে। এ বিষয়ে হাদীস পরে আসছে।

তথ্য-৫

... ... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। (সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো, ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense/আকল আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি'? (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

তাই আয়াতটি থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) বক্তব্য বা লেখা বই দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করায় দোষ নেই।

৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৭. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

♣♣ আল কুরআনের উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে, আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যাপারে যে প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) নিশ্চিতভাবে জানা যায় তা হলো–

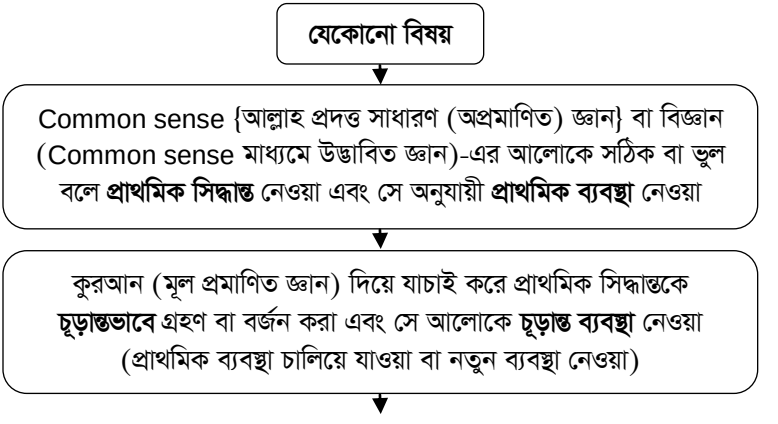

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

▼

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

▼

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

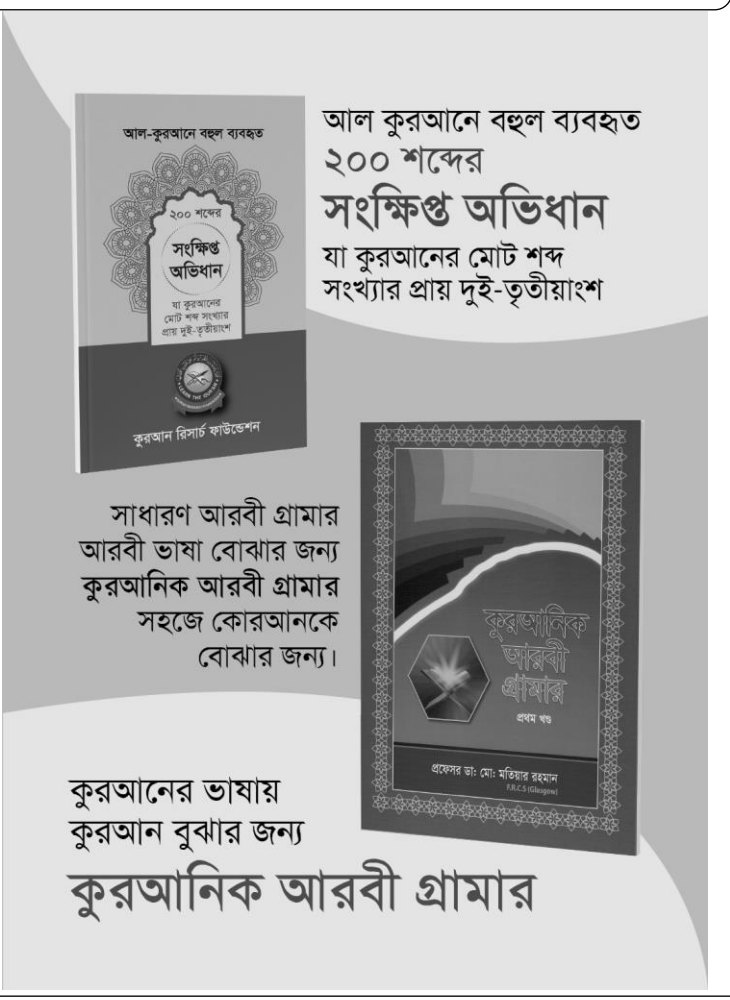

সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) কী তা জানার চেষ্টা করবো।

হাদীস-১ (ফে'য়লী হাদীস)

হাদীসটির মূল বিষয় হলো, বনী-মুস্তালিক যুদ্ধের সময় আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রের ওপর অপবাদমূলক প্রচারণাটির বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য রসূল (স.)-এর অনুসরণ করা পদ্ধতি।

মূল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ... ... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ قَالَ لَهَا : أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، قَالُوا : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا

بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، قَالَتْ : وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ خِفَّةَ الهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَ اللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ، قَالَتْ : فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإِفْكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، قَالَ عُرْوَةُ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ، وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا : لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فِي نَاسٍ آخَرِينَ لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، قَالَ عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ الَّذِي قَالَ :فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ قَالَتْ

عَائِشَةُ : فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، قَالَتْ : وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُوَلِ فِي البَرِّيَّةِ قِبَلَ الغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا : بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ : أَيْ هَنْتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ : وَقُلْتُ : مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، قَالَتْ : فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ : وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ : فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : يَا أُمَّتَاهْ، مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ : يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ، أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، قَالَتْ : وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ : فَأَمَّا أُسَامَةُ

فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ : أَهْلَكَ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ : أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟ .قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَا للهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي .قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، قَالَتْ : وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ، قَالَتْ : فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ، وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ، قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ : فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، قَالَتْ : وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، حَتَّى إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ البُكَاءَ فَالِقٌ

كَبِدِي، فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قَالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَتْ : فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي : أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي فِيمَا قَالَ : فَقَالَ أَبِي : وَ اللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ : قَالَتْ أُمِّي : وَ اللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ : وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ : لاَ أَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ كَثِيرًا : إِنِّي وَ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ : لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ : إِنِّي بَرِيئَةٌ، لاَ تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُنِّي، فَوَاللهِ لاَ أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ : {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف]: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَ اللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، فَوَ اللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ العَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ، وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ : فَسُرِّيَ عَنْ

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ : يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ .قَالَتْ : فَقَالَتْ لِي أُمِّي : قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : وَ اللهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِنِّي لاَ أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَتْ : وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} العَشْرَ الآيَاتِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ : وَ اللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللهُ : {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ} - إِلَى قَوْلِهِ - {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣] ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : بَلَى وَ اللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ : وَ اللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ لِزَيْنَبَ : مَاذَا عَلِمْتِ، أَوْ رَأَيْتِ. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَ اللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ، قَالَتْ : وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ، فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلاَءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ : " وَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ، قَالَتْ : ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ."

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ... ... উরওয়া ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে নবী (স.)-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী ইবন শিহাব আয-যুহরী বলেন, তাদের প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য। আয়িশা (রা.) সম্পর্কে

তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই সঠিকভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ অপরের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

বর্ণনাকারীগণ বলেন– 'আয়িশা (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) যখন সফরে যেতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নির্বাচনের জন্য) কোরা (হাওদা) ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হতো। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) যখন এ যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন।

রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলে আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দিয়ে তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গেছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেরি হয়ে যায়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উঠিয়ে তা উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার ওপর আমি আরোহণ করতাম। তারা ভেবেছিলেন, আমি ওর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ গোশতবহুল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে ওপরে রাখেন তখন তারা হালকা হাওদাটিকে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোনো আহবানকারী এবং কোনো জওয়াব দাতা সেখানে নেই। তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে

রইলাম। ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানূ সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল (রা.) (যাকে রসূলুল্লাহ স. ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন) সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাযিউন' পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোনো কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ..... পাঠ ছাড়া অন্য কোনো কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার ওপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল।

বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রা.) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে– তার ('আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হতো এবং আলোচনা করা হতো আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করতো, খুব ভালো করে শুনতো আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। 'উরওয়াহ (রা.) আরও বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্‌সান ইবনু সাবিত, মিসতাহ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনত জাহাশ (রা.) ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ছাড়া তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল কুরআনে) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রা.) বলেন, আয়িশা (রা.) এ ব্যাপারে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মাদ (স.)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত।

'আয়িশা (রা.) বলেন, অতঃপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদিনায় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরও দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রসূলুল্লাহ (স.) থেকে যে রকম স্নেহ-ভালোবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ?" জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না।

উম্মু মিসতাহ (রা.) (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। 'আয়িশা (রা.) বলেন, একদা আমি এবং উম্মু মিসতাহ "যিনি ছিলেন আবূ রূহম ইবনু মুত্তালিব ইবনু 'আবদে মুনাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনু 'আমির-এর কন্যা ও আবূ বাকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উসাসা ইবনু আববাদ ইবনু মুত্তালিব যার পুত্র" একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি? 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম– সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। 'আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরও বেড়ে গেল।

আমি (প্রকৃতির দাবি পুরণ করে) বাড়ি ফেরার পর রসূলুল্লাহ (স.) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে

বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাবার বাড়ি গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেলো। আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হলো না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম।

তিনি আরও বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে দেরি হওয়ায় রসূলুল্লাহ (স.) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার জন্য 'আলী ইবনু আবূ তালিব এবং উসামাহ ইবনু যায়দ (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, উসামাহ (রা.) রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবী স.-এর) ভালোবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর 'আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ছাড়া আরও বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী (বারীরাহ রা.)-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বারীরাহ (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোনো সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ (রা.) তাঁকে বললেন, সে আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার মাধ্যমে তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, সেদিন রসূলুল্লাহ (স.) সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আর তাঁরা এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভালো ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, বানী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনু মুআয) (রা.) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেবো। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। আয়িশা (রা.) বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'ঈদ ইবনু উবাদা (রা.) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়িশা (রা.) বলেন– এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনু মুআয (রা.)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবনু মুআয (রা.)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা.) সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ (রা.)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছো।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমনিভাবে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এমন মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে

গেলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রসূলুল্লাহ (স.) একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনো ওহী আসেনি। আয়িশা (রা.) বলেন, বসার পর রসূলুল্লাহ (স.) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন– 'আয়িশা তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাওবা করো। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবূল করেন।

তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর বের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী জবাব দেবো তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী উত্তর দেবো তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আ.)-এর পিতার কথা ছাড়া আমি কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন– "কাজেই পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।"

অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোনো কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রসূলুল্লাহ (স.)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে

আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হতে বেরিয়ে যাননি। এমন সময় তাঁর ওপর ওহী অবতরণ শুরু হলো। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হতো তখনও সে অবস্থা হলো। এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ল ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

'আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে পহেলা যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হলো, হে 'আয়িশা ! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি (আয়িশা রা.) বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য) তাঁর কাছে যাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে যাব না। অতঃপর (এ বিষয়ে), অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করব না। আয়িশা (রা.) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে ১০টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হলো–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (তাদের নবীর স্ত্রীর প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল; আর তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে মহাশাস্তি।

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ.

অনুবাদ : যখন তারা তা শুনলো তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীরা আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করলো না এবং বললো না এটা সুস্পষ্ট অপবাদ।

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

অনুবাদ : তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : আর দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে সে জন্য মহাশাস্তি তোমাদের স্পর্শ করতো।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়িশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ : আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ।

يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না।

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অনুবাদ : আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও অখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি; আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

অনুবাদ : আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকলে (তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না) এবং আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আন নূর/২৪ : ১১-২০)

আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) মিসতাহ ইবনু উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়িশা (রা.) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন–

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ۗ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অনুবাদ : আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদের কিছুই দেবে না; অবশ্যই তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের (দোষ-ত্রুটি) উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আন নূর/২৪ : ২২)

আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রা.)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনরায় দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না।

আয়িশা (রা.) বললেন, আমার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) যায়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রা.)-কে বলেছিলেন, তুমি আয়িশা (রা.) সম্পর্কে কী জানো অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন– হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি

না। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী (স.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। আয়িশা (রা.) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রা.) তাঁর পক্ষ নিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ ছড়াচ্ছিল। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এই– 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কোনো রমণীর বস্ত্র অনাবৃত করে কোনোদিন দেখিনি। আয়িশা (রা.) বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন।

ব্যাখ্যা : রটনাটির কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা (তাদের নবীর স্ত্রীর প্রতি) এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে (এ রটনাকে) তোমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

(সুরা আন-নূর/২৪ : ১১)

- বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নং ৪১৪১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাই, নিশ্চিতভাবে বলা যায়– এ রটনা থেকে মানব সভ্যতার জন্য বিরাট কল্যাণকর শিক্ষা আছে। আর সে শিক্ষাটি হলো– এ রটনা সম্পর্কিত মুনাফিক, সাহাবীগণের আচরণ, রসূল (স.)-এর কর্মপদ্ধতি (ফে'য়লী হাদীস) এবং কুরআনের বক্তব্য থেকে পাওয়া নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) সম্পর্কিত শিক্ষা।

হাদীসটির দুটি ব্যাখ্যা ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

ক. একটি ব্যাখ্যা

রটনাটি সম্পর্কিত একটি ব্যাখ্যা হলো– জানার পর রসূল (স.) রটনাটির সত্য-মিথ্যার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। আর তাঁর (আয়িশা রা.)-এর পক্ষ নিয়ে কথা না বলার কারণ হলো– লোকেরা মনে করবে তিনি

অন্যায়ভাবে নিজ স্ত্রীর পক্ষ নিয়েছেন। তাই, তিনি কুরআনের আয়াতের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, রসূল (স.) জানার পর রটনাটি সত্য বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা বুঝা যায় নিম্নের দৃষ্টিকোণসমূহ থেকে–

দৃষ্টিকোণ-১ : বিচার ব্যবস্থার সাধারণ নীতির দৃষ্টিকোণ

বিচার ব্যবস্থার সাধারণ নীতি হলো– রায় হওয়ার আগ পর্যন্ত স্থিতি অবস্থা বজায় রাখা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে সে ব্যক্তির সে অবস্থায় থাকা। রটনাটি জানার পর রসূল (স.) স্থিতি অবস্থা বজায় রাখেননি। তিনি আয়িশা (রা.)-এর সাথে ব্যাপক দূরত্ব রেখে চলছিলেন। আর তাঁর ঐ আচরণ রটনাটি সত্য হওয়ার ইঙ্গিত সমাজে পৌঁছে দিচ্ছিল। তবে তিনি আয়িশা (রা.)-কে তালাক দেননি। এ থেকে বুঝা যায়– তিনি রটনাটি সত্য বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। রসূল (স.) যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন তবে তিনি আয়িশা (রা.)-কে অবশ্যই তালাক দিয়ে দিতেন।

দৃষ্টিকোণ-২ : নিজের বলা হাদীসকে নিজে অমান্য করার দৃষ্টিকোণ

রসূল (স.) যদি মনে করতেন রটনাটি মিথ্যা তবে তিনি অবশ্যই রটনাটির প্রতিবাদ করতেন এবং সাহাবীগণকে তা প্রচার করতে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন। আর সাহাবীগণ সে নির্দেশ অবশ্যই মেনে নিতেন। রটনাটি ছোটোখাটো কোনো বিষয় ছিল না। তা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রীর চরিত্রের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ও এক চরম অন্যায়। আর অন্যায় প্রতিরোধের বিষয়ে রসূল (স.)-এর নিজের বলা হাদীস হলো–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ 'حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... ... عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.), তারিক ইবনু শিহাব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* তারিক ইবনু শিহাব (রা.) বলেন, ঈদের সালাত-এর পূর্বে মারওয়ান ইবনু হাকাম সর্বপ্রথম খুতবা প্রদান আরম্ভ করেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুতবার আগে হবে সালাত (নামাজ)। মারওয়ান বললেন, এ নিয়ম রহিত করা হয়েছে। এতে আবূ সাঈদ (রা.) বললেন, 'এ ব্যক্তি তো কর্তব্য পালন করেছে'। রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দিয়ে তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে সে যেন মন দিয়ে তা করে (মনে অনুশোচনা রাখে এবং মনে মনে অন্যায়টি বন্ধ করার পরিকল্পনা করে)। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর (এর নীচে কোনো ঈমান নেই)।[১]

তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বুঝা যায়– রসূল (স.) প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

দৃষ্টিকোণ-৩ : হাদীসটিতে থাকা রসূল (স.)-এর কর্মকাণ্ডের দৃষ্টিকোণ

হাদীসটিতে দেখা যায়– রটনাটির বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত রসূল (স.) বিভিন্নভাবে ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। কারণ, তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা (তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত) নিতে পারছিলেন না।

দৃষ্টিকোণ-৪ : হাদীসটিতে থাকা রসূল (স.), আয়িশা (রা.)-এর বাবা ও মা এবং আয়িশা (রা.)-এর মধ্যকার কথোপকথনের দৃষ্টিকোণ

রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা– 'আয়িশা তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাওবা করো। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুল করেন'।

আয়িশা (রা.)-এর কথা– 'আমি আমার আব্বাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর

১. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭৮।

কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী জবাব দেবো তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (স.)-কে কী উত্তর দেবো তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমরা (আমি ও আপনারা) যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আ.)-এর পিতার কথা ছাড়া আমি কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন– 'কাজেই পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল'।

এ কথোপকথন থেকে সহজে বুঝা যায়– রসূল (স.) রটনাটি সত্য বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

খ. হাদীসটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

রটনাটি জানার পর রসূল (স.) নিজ আকলের আলোকে প্রচারণাটি সঠিক বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সে ব্যবস্থা ছিল আয়িশা (রা.)-এর সাথে দূরত্ব বজায় রাখা তবে তালাক না দেওয়া। এরপর আয়িশা (রা.) নির্দোষ বলে আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূল (স.) তাঁর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে অপবাদটি মিথ্যা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেন। চূড়ান্ত ব্যবস্থাটি ছিল আয়িশা (রা.)-কে নিজ ঘরে ফিরিয়ে আনা।

এ ব্যাখ্যা কুরআন, হাদীস ও আকলের কোনো তথ্যের বিরোধী নয় এবং এ ব্যাখ্যাটির আলোকে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার যে প্রবাহচিত্র/নীতিমালা বের হয়ে আসে তা ওপরে আলোচনাকৃত কুরআন ও আকলের তথ্যের ভিত্তিতে জানা প্রবাহচিত্র/নীতিমালার অনুরূপ। তাই এ ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

এ ব্যাখ্যাটির আলোকে হাদীসটি থেকে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার যে প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) বের হয়ে আসে তা হলো–

ঘটনা, প্রচারণা, বক্তব্য, তথ্য, কাহিনি ইত্যাদি যেকোনো বিষয়

↓

Common sense/আকলের ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ** এবং সে আলোকে **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং তার আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া

হাদীস- ২.১

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ... ... عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ **فَتَمَارَوْا** فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি

তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা (জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে) বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের Common sense/আকলের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.২

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَد" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুরআনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। তাই **এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা (জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে) বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের Common sense/আকলের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দুটির বোল্ড করা অংশ অভিন্ন। ঐ অংশে রসুল (স.) বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর আমল করতে। আর যা তাদের Common

sense/আকলের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই ওপরে উল্লিখিত সুরা আম্বিয়ার ৭ নং ও নাহলের ৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির আলোকে বলা যায়–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।
৫. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) বক্তব্য বা লেখা বই দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করায় দোষ নেই।
৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৭. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

হাদীস-৩.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا ... ... عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي. فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي. قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) মু'আজ ইবনু জাবাল (রা.)-এর কতিপয় বন্ধুর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হান্নাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন–* রসূলুল্লাহ (স.) মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন; অতঃপর বললেন– তুমি কীসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করবো। নবী (স.) বললেন– তুমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে কোনো ফায়সালা না পাও? মু'আয (রা.) বললেন– তাহলে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী। নবী (স.) বললেন– তুমি যদি রসূলুল্লাহর (স.) সুন্নাতে ফায়সালা না পাও? মু'আয বললেন, তাহলে আমি আকলের ভিত্তিতে গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দেবো। তখন নবী (স.) বললেন– সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর রসূলুল্লাহর (স.) প্রতিনিধিকে আল্লাহ্‌র রাসূলের মনঃপূত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৩২৭।
- ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন।
- নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ যঈফ। সহীহ ওয়া দঈফ সুনানুত তিরমিযী, খ.৩, পৃ. ৩২৭।

হাদীস-৩.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبِي دَاود... ... ... حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ... ... ... عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ. قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) মু'আজ ইবনু জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি হাফ্‌স ইবন উমার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আহলে হিমস নামক গোত্রের মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)-এর

কতিপয় সঙ্গীর সূত্র থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) যখন তাকে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন বললেন, তোমার কাছে যখন কোনো বিচার আনা হবে, তখন তুমি কীসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক। নবী (স.) বললেন, তুমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে এর কোনো ফায়সালা না পাও? মু'আয (রা.) বললেন, তাহলে রসূলুল্লাহর (স.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী। নবী (স.) বললেন, তুমি যদি রসূলুল্লাহর (স.) সুন্নাত এবং আল্লাহ্‌র কিতাবে এর ফায়সালা না পাও? মু'আয (রা.) বললেন, তাহলে আমি আকলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেব এবং এটিতে অলসতা করবো না। তখন নবী (স.) মু'আযের সদরে হাত মেরে বললেন– সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর রসূলুল্লাহর (স.) প্রতিনিধিকে আল্লাহ্‌র রসূলের মনঃপূত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন।

- আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৫৯৪।
- ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)-এর মতে হাদীসটির সনদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন।
- অনেকের মতে হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য নয়।
- হাদীসটির মতন/বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ ধরনের হাদীসের সরল বক্তব্য হতে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে– কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রথমে কুরআন, সম্ভব না হলে হাদীস, সম্ভব না হলে আকলের ভিত্তিতে। এ নীতি পূর্বে উল্লিখিত কুরআন, সুন্নাহ এবং সত্য উদাহরণের আলোকে আকলের ভিত্তিতে জানা মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এটি মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেছে, করছে ও ভবিষ্যতেও করবে। তাই, এ হাদীস গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

হাদীস হতে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার সর্বসম্মত নীতিমালা হলো–

১. হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের বিপরীত হতে পারবে না।
২. একটি বিষয়ের সকল নির্ভুল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
৩. পর্যালোচনার সময় একটি হাদীসের বক্তব্য বা ব্যাখ্যা অন্যটির সম্পূরক হতে হবে। কোনোভাবেই বিপরীত হতে পারবে না।

কোনো বিষয়ে বিচার করে ফয়সালা করার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ হয়। সে মতবিরোধ যেমন হতে পারে ধন-সম্পত্তি নিয়ে তেমনই তা হতে পারে কোনো বক্তব্য, তত্ত্ব, তথ্য বা প্রচারণা নিয়ে।

হাদীসটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা : হাদীসটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বুঝতে হলে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে–

১. সুরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন Common sense/আকলে যে বিষয়ে ধারণা নেই কুরআন ও হাদীসে থাকা সে বিষয়ের বক্তব্য পড়ে বা শুনে মানুষ তা বুঝতে পারে না। অর্থাৎ তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই, মুয়ায বিন জাবাল (রা.)-এর ক্ষেত্রেও কুরআনের এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতি কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ তাঁর কাছে যে সকল বিচার-ফয়সালা চাওয়া হবে সে সকল বিষয়ে তাঁর Common sense/আকলের সরাসরি রায় বা সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense/ আকলের রায় মাথায় থাকতে হবে। অন্যথায় ঐ বিষয়ে থাকা কুরআন ও সুন্নাহর তথ্য তাঁর চোখে ধরা পড়বে না।

২. কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা তথা সিদ্ধান্তে পৌঁছার সময় Common sense/আকল ব্যবহার করাকে কুরআন ও সুন্নাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে।

এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে হাদীস দুটিতে থাকা মুয়ায (রা.)-এর বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ–

১. **'আমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী ফয়সালা করবো' অংশের ব্যাখ্যা–** মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে বক্তব্য থাকলে আমি বিষয়টির ব্যাপারে আমার Common sense/আকলের রায়কে কুরআনের তথ্য দিয়ে যথাযথভাবে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো।

২. **'রসূল (স.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করবো' অংশের ব্যাখ্যা–** মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে হাদীসে বক্তব্য থাকলে আমি বিষয়টির ব্যাপারে Common sense/আকলের রায়কে হাদীসের তথ্য দিয়ে যথাযথভাবে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো।

৩. **'সুন্নায় যদি চূড়ান্ত সমাধান না মেলে তখন আমার আকলের আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাব এবং এ ব্যাপারে অলসতা করব না' অংশের ব্যাখ্যা–**

মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোনো তথ্য না থাকলে আমি আমার Common sense/ আকলের রায়টিকেই বিষয়টির চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করবো এবং এটিতে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করবো না।

হাদীসটির এ ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত কুরআন, সুন্নাহ ও উদাহরণের আলোকে Common sense/আকলের ভিত্তিতে জানা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই এ ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং, এ হাদীস দুটি অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হবে–

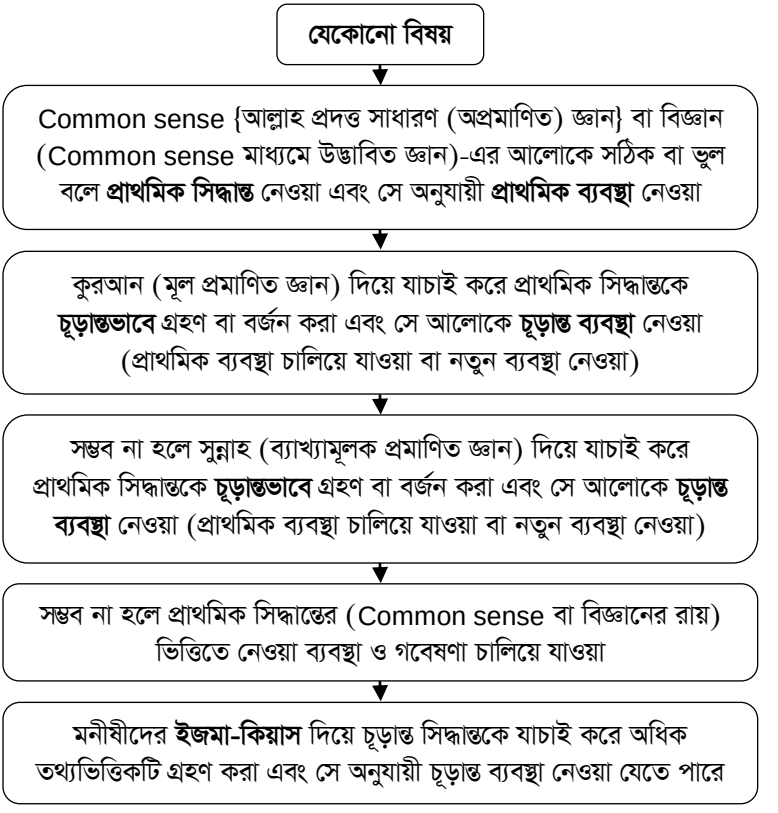

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের (নীতিমালা) বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আলোচনাকৃত কুরআন, হাদীস ও সত্য উদাহরণের আলোকে Common sense/আকলের তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে– আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হবে নিম্নরূপ–

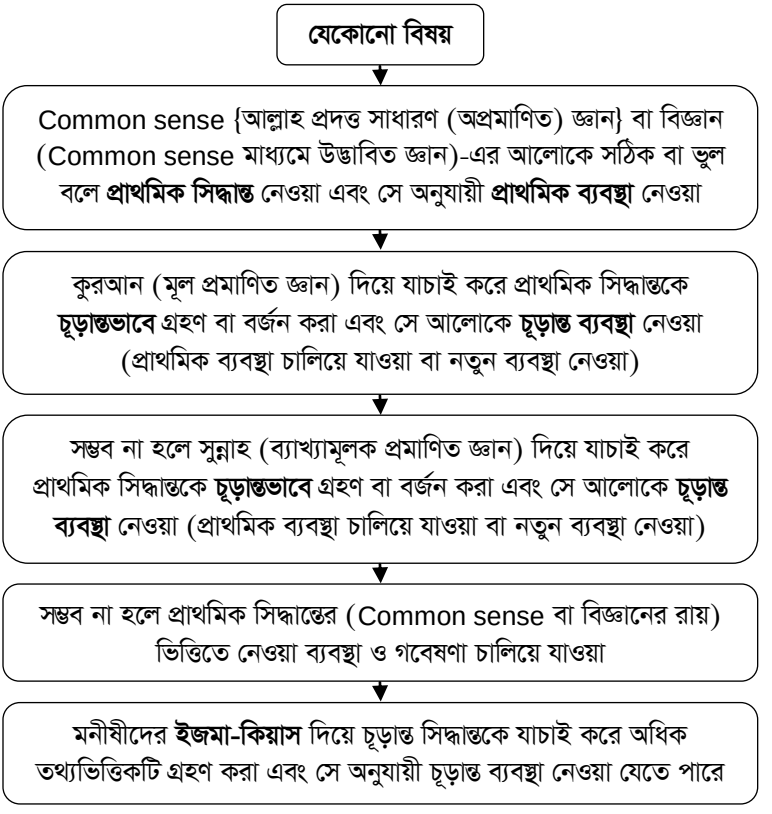

প্রবাহচিত্রটি (নীতিমালা) বিশ্বাস ও অনুসরণ করার গুরুত্ব

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। অতঃপর (Common sense/আকলের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হলে তা ফিরিয়ে দাও (যাচাই করে নাও) আল্লাহ (কুরআন) ও রসূলের (সুন্নাহ) দিকে। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো। এটাই উৎকৃষ্ট এবং ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।

(সুরা নিসা/৪ : ৫৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমার প্রথম অংশে মহান আল্লাহ নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) জানিয়ে দিয়েছেন যেটি আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। আর আয়াতটির পরের অংশে আল্লাহ তা'য়ালা প্রবাহচিত্রটি বিশ্বাস ও অনুসরণ করার গুরুত্ব বলে দিয়েছেন।

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করা সবাইকে এ আয়াতটিসহ আরও আয়াতের ভিত্তিতে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার যে প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি অনুসরণ করে সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অন্যকথায় বলা যায়– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের এ প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুসরণ করবে না তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না (কাফির)। অর্থাৎ এটিতে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

'এটাই উৎকৃষ্ট' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য মানুষ অন্য প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) তৈরি করতে পারে। তবে এ প্রবাহচিত্রটিই সর্বোৎকৃষ্ট।

'ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার যেকোনো প্রবাহচিত্রের (নীতিমালা) মধ্যে এটির ফলাফল হবে সর্বোৎকৃষ্ট।

তথ্য-২

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ . وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ . يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

অনুবাদ : যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে (মুখে মুখে) তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। অথচ যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না।

(সুরা আন-নূর/২৪ : ১৫, ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা : ১৫ ও ১৬ নং আয়াত দুটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) জানিয়ে দিয়েছেন। আর ১৭ নং আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা প্রবাহচিত্রটি বিশ্বাস ও অনুসরণ করার গুরুত্ব বলে দিয়েছেন।

১৭ নং আয়াতটিতে যারা মু'মিন তাদেরকে ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে উল্লিখিত আচরণের পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ কথার ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ১৫ ও ১৬ নং আয়াত দুটিসহ অন্য আয়াতের ভিত্তিতে নির্ভুল জ্ঞানার্জন/সিদ্ধান্তে পৌঁছা ও ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ না করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

♣♣ আল কুরআনের ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়, প্রবাহচিত্রটি (নীতিমালা) জানা ও অনুসরণ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হলো–

১. ঈমান থাকা না থাকা।
২. সঠিক জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারা বা না পারা।
৩. সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া বা না পাওয়া।

তাই প্রবাহচিত্রটি (নীতিমালা) ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবাহচিত্রটি ব্যবহার করে ব্যক্তি মানুষ কত সময়ে সঠিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, প্রবাহচিত্রটি (নীতিমালা) ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ও ব্যবস্থা নেওয়ার স্তর দুটি–

১. প্রাথমিক স্তর।
২. চূড়ান্ত স্তর।

প্রাথমিক স্তরে– সাধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞানের উৎস Common sense/আকলের মাধ্যমে। আর বিজ্ঞানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় Common sense/আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান, বিজ্ঞানের মাধ্যমে।

চূড়ান্ত স্তরে– প্রাথমিক স্তরের রায়কে কুরআন ও সুন্নার তথ্য দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়।

Common sense/আকল হলো মহান আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। আল্লাহ তা'য়ালা এটি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। জন্মগতভাবে Common sense/আকলকে একটি বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power/Processor) ও কর্মনীতি (Programme) দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন– বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারকে (Computer) তৈরি করার সময় প্রকৌশলীগণ বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power/Processor) ও কর্মনীতি (Programme) সংযোজন করে দেন।

Common sense/আকল ও কম্পিউটার তাদের বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) ও কর্মনীতি

(Programme) ব্যবহার করে অনেক সমস্যার সমাধান দিতে পারলেও সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।

কম্পিউটারে যদি নতুন তথ্য/জ্ঞান (RAM) যোগ করে উৎকর্ষিত করা যায় তবে এটি নতুন সমস্যার সমাধান দিতে পারে। ঠিক তেমনি Common sense/আকলে যদি নতুন সঠিক জ্ঞান যোগ করা যায় তবে এটি উৎকর্ষিত হয় এবং নতুন সমস্যার সমাধান দিতে পারে। উৎকর্ষিত Common sense/আকল সম্পন্ন ব্যক্তিকে ইসলামে হিকমাহধারী/প্রজ্ঞাবান/অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন/মনীষী/আকাবের ইত্যাদি বলা হয়।

প্রকৃত হিকমাহধারী/প্রজ্ঞাবান/অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন/মনীষী/আকাবের ইত্যাদি হতে হলে Common sense/আকলকে প্রচলিত ফিকাহ গ্রন্থের কিছু মাসলা-মাসায়েল দিয়ে বা কিছু সাধারণ ও বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত করলে হবে না। উৎকর্ষিত করতে হবে কুরআন, সুন্নাহ, সাধারণ জ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির জ্ঞান দিয়ে।

তথ্যগুলো ধারণকারী আল কুরআনের অনেক তথ্যের দুটি
তথ্য-১

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ .
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ .

অনুবাদ : শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (মনকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (মনকে) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৭ ও ৮ নং আয়াত দুটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে তিনি জন্মগতভাবে মানুষের মনে অন্যায় ও ন্যায় তথা ভুল ও সঠিক বুঝার একটি জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। এই শক্তিটিই হলো Common sense/আকল।

৯ নং আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে বিভিন্ন ধরনের সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করতে পারবে সে সফল হবে। কারণ– সে কুরআন, সুন্নাহ ও অন্য বিষয় পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারবে। ফলে তার আমল/কাজ সঠিক হবে। তাই সে সফল হবে।

১০ নং আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে ভুল তথ্যের মাধ্যমে Common sense/আকলকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। কারণ, সে কুরআন, সুন্নাহ ও অন্য বিষয় পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারবে না। ফলে তার আমল/কাজ সঠিক হবে না। তাই সে ব্যর্থ হবে।

তথ্য-২

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ

অনুবাদ : তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন পড়ে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন শুনে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। ... ...

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায় ভ্রমণ করলে এমন Common sense/আকলের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝা যায়।

বর্তমানে দেশভ্রমণের সাথে যোগ হয়েছে–

১. সাধারণ জ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বই পড়া।
২. Geographic channel দেখা।
৩. Discovery channel দেখা।
৪. ইত্যাদি।

এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

... ... فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ .

অনুবাদ : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense/আকল) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অবস্থিত Common sense/আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see. অর্থাৎ মন যেটা জানে না চোখ সেটা দেখে না।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়, আল কুরআনের আয়াতের বিষয়ে মানুষের Common sense/আকলে আগে থেকে ধারণা না থাকলে–

১. ঐ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে না।

২. ঐ বিষয়ের তথ্যধারণকারী কুরআনের আয়াত মানুষ খুঁজেও পাবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকছে– **'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ, প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য** (গবেষণা সিরিজ-৪২) নামক বইটিতে।

তথ্যগুলো ধারণকারী সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ... ... ...، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষ খনিজ সম্পদ স্বরূপ। যেমন, রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে বলা হয়েছে, মানুষ খনিজ সম্পদ স্বরূপ। যেমন, রৌপ্য ও স্বর্ণ। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো– খনি হতে তোলার পর থেকেই রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ রোপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি। খাদ পরিষ্কার করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। কিন্তু রোপ্যের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে। আবার অলংকার তৈরি করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। কিন্তু রোপ্যের অলংকারের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের অলংকারের মূল্য বেশি হয়।

অনুরূপভাবে মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মানুষে মানুষে মর্যাদার পার্থক্য থাকে। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি এ পার্থক্য সৃষ্টি করে না। এ পার্থক্যের কারণ– জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল। যে জন্মগতভাবে অধিক শক্তিশালী Common sense/আকলের অধিকারী সে বেশি মর্যাদাশীল। আর যে জন্মগতভাবে কম শক্তিশালী Common sense/আকলের অধিকারী সে কম মর্যাদাশীল।

সত্য জ্ঞান শক্তিটির ক্ষমতা বাড়ায়। তবে সত্য জ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে বেশি শক্তিশালী Common sense/আকলের অধিকারীর ক্ষমতা অধিক বাড়ে। মিথ্যা জ্ঞান শক্তিটির ক্ষমতা কমায়।

হাদীসটির পরের বক্তব্য হলো– জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে, যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। জাহিলী যুগ হলো সে অধঃপতিত যুগ– যে যুগে বিকৃত হয়ে যাওয়া বা না পৌঁছার কারণে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিন জ্ঞান পায় না। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sens/আকলকেও জীবন পরিচালনায় কাজে লাগায় না।

তাই, হাদীসটির এ অংশের ব্যাখ্যা হলো–

১. যার Common sense/আকল জন্মগতভাবে অধিক শক্তিশালী সে যদি তা ব্যবহার করে চলে তবে সে জাহেলী সমাজে অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।
২. ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের (সত্য জ্ঞান) মাধ্যমে তাঁর Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

তাহলে হাদীসটি হতে জানা যায়–

১. Common sense/আকল জন্মগতভাবে পাওয়া একটি জ্ঞানের শক্তি।
২. জ্ঞানের শক্তিটি জন্মগতভাবে কারো অধিক ও কারো কম শক্তিশালী।
৩. সত্য জ্ঞান যোগ করতে পারলে শক্তিটি উৎকর্ষিত হয়।

তথ্যগুলো সামনে থাকলে বলা কঠিন নয় যে, প্রবাহচিত্রটি ব্যবহার করে সঠিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যক্তি ও সময় সম্পর্কিত তথ্য হলো–

১. প্রকৃত হিকমাহধারী/প্রজ্ঞাবান/অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন/মনীষী/ আকাবের হওয়া ব্যক্তিগণ যেকোনো বিষয়ে সেকেন্ডের মধ্যে প্রাথমিক সিদ্ধান্তে

পৌঁছে যাবে এবং তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবেও সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তাদের কুরআন ও হাদীস দেখার প্রয়োজন হয় তবে যথাযথ কুরআনের আয়াত ও হাদীস খুঁজে পেতেও তাঁদের তেমন সময় লাগবে না।

২. যারা Common sense/আকলকে কিছুটা উৎকর্ষিত করতে পেরেছে তারাও যেকোনো বিষয়ে অতিদ্রুত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে এবং তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহু ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবেও সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তাদের কুরআন ও হাদীস দেখার প্রয়োজন হয় তবে কুরআনের আয়াত ও হাদীস খুঁজে পেতে তাদের কিছু সময় লাগবে।

৩. যারা নিরক্ষর, শুধু Common sense/আকল ব্যবহার করে তারাও যেকোনো বিষয়ে অতিদ্রুত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে এবং তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবেও সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তাদেরকে অন্য কারো কাছ থেকে কুরআন ও হাদীস জানতে হবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক বার্তা ও গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থিত আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **মৌলিক শতবার্তা** বইয়ে।

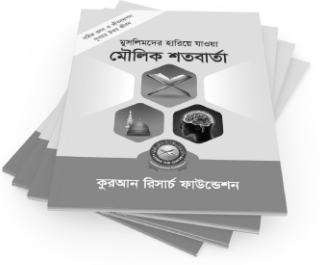

প্রবাহচিত্রটির প্রয়োগ ক্ষেত্রের ব্যাপকতা

সাধারণ জ্ঞানেই বুঝা যায় উল্লিখিত প্রবাহচিত্রটির (নীতিমালা) প্রয়োগ করা যাবে বা প্রয়োগ করা সিদ্ধ হবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্র সমূহে–

১. নতুনভাবে জ্ঞানের আওতায় আসা যে কোনো বিষয়ে।

২. আমল চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এমন কোনো বিষয় হঠাৎ করে কারো Common sense/আকলের বাইরে বা বিরোধী মনে হলে বা অন্য কেউ সেটি Common sense/আকলের বাইরে বা বিরোধী বলে ধরিয়ে দিলে।

৩. আমল বন্ধ করে রাখা হয়েছিল এমন কোনো বিষয় হঠাৎ কারো কাছে Common sense/আকল সিদ্ধ মনে হলে বা অন্য কেউ বিষয়টি Common sense/আকল সিদ্ধ বলে ধরিয়ে দিলে।

প্রবাহচিত্রটির যে স্তরে পৌঁছালে ইসলামের যে পরিমাণ বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়

ইসলামের বিষয়গুলো গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দুই ভাগে বিভক্ত–

১. মৌলিক।

২. অমৌলিক।

কুরআনে তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically) উল্লিখিত আছে ইসলামের–

১. সকল মৌলিক বিষয়।

২. একটিমাত্র অমৌলিক বিষয়।

তাই প্রবাহচিত্রটির ২য় স্তরে পৌঁছালে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভুলভাবে জানা যায় ইসলামের–

১. সকল মৌলিক বিষয়।

২. একটিমাত্র অমৌলিক বিষয়।

কিন্তু ইসলাম একটি জীবন-ব্যবস্থা। তাই, ইসলামে আছে মৌলিক তাত্ত্বিক ও মৌলিক ব্যাবহারিক বিষয়। তাই, শুধু কুরআন জেনে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা অবশ্যই সম্ভব নয়। নির্ভুল হাদীসে (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) আছে বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ ইসলামের সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়। তাই প্রবাহচিত্রটির ৩য় স্তরে পৌঁছালে বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ নির্ভুলভাবে জানা যায়, ইসলামের সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়।

কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার কিছু মূলনীতি আছে। মূলনীতিগুলো জানা ও ব্যবহার করার যোগ্যতা থাকা নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
কারণ–

১. মূলনীতিসমূহ জানা না থাকলে যেকোনো ব্যক্তি সম্পর্কযুক্ত উৎসটিকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্রে (নীতিমালা) ব্যবহার করে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে ব্যর্থ হবে।
২. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
৩. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি দিয়ে সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

অত্র বইটিতে আমরা শুধু শিরোনাম আকারে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করবো। আর মূলনীতিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকছে– **'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ, প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য** (গবেষণা সিরিজ-৪২) নামক বইটিতে।

কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense/আকলের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে (কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই) বিষয়টি মনে রাখা।
৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়।
৯. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, অন্য ৮টি মূলনীতি এবং কুরআনের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে সম্পর্ক–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।

২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস, সঠিক Common sense/আকলের (আকলে সালিম) বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস, বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

Common sense/আকলকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ

১. Common sense/আকলকে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense/আকলকে ইসলামের ঘরের আল্লাহর নিয়োগকৃত দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

শেষ কথা

জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল থাকলে ঐ উৎস ব্যবহার করে তৈরি করা নীতিমালা অবশ্যই সঠিক হবে না। আর জ্ঞানের নীতিমালায় ভুল থাকলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। এটি অত্যন্ত সহজবোধগম্য কথা। অন্যদিকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমল না থাকলে একজন মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাতের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। এটি বোঝাও মোটেই কঠিন নয়। অতীব দুঃখের বিষয়, বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় মৌলিক বিভ্রান্তি বিদ্যমান। তাই বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের জ্ঞানের মধ্যে অনেক মৌলিক ভুল তথ্য উপস্থিত আছে। আর তাই, মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে, জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের যে প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) পুস্তিকায় তুলে ধারা হয়েছে সকল মুসলিমের সেটি জানা, বোঝা, মনে রাখা ও অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ ব্যাপারে তৌফিক দান করুন।

শুধরানোর জন্যে মুসলিম ভাইয়ের বক্তব্য বা লেখায় থাকা ভুল তথ্য ধরিয়ে দেওয়ার ঈমানী দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সকল শ্রদ্ধেয় পাঠককে আহ্বান জানিয়ে এবং সকলের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬
- **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা),
  সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- **প্রফেসর'স বুক কর্তার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

- **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- **আল ফারুক লাইব্রেরী**, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- **মিল্লাত লাইব্রেরী**, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- Good World **লাইব্রেরী**, ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আল-মারুফ পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **আল-মদীনা লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **ফাইভ স্টার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৩১৪ মীর হাজিরবাগ, মিল্লাত মাদ্রাসা গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২
- **দারুত তাজকিয়া,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০
- **মাকতাবাতুল আইমান,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭
- **আস-সাইদ পাবলিকেশন**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫

❖ **চট্টগ্রাম**

- **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী,** সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- **মোহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী,** নতুন বাজার, চাঁদপুর, মোবা : ০১৮১৩৫১১১৯৪

❖ **রাজশাহী**

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া,
  মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

❖ **খুলনা**

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা,
  মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **এটসেটরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ **সিলেট**

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী,** সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার,
  মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

....

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

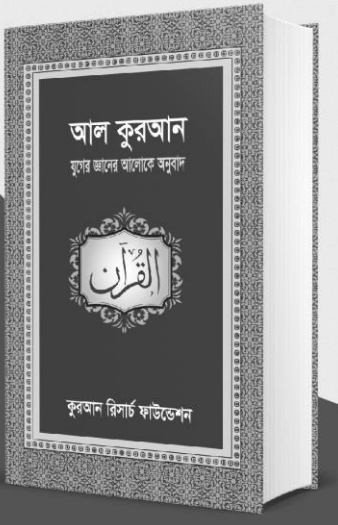

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের
আলোকে অনুবাদ

নিজে পড়ুন

**সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান